بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

# বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
35

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার ৩ রা নভেম্বর, 2016 3 নবুয়্যত, 1395 হিজরী শামসী 2 সফর 1437 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

**আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই সম্পূর্ণ ঈমান আনা হয় যখন তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনা হয়। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশস্থল।**

---

**খোদা তা'লার গুণাবলী যেভাবে আদি সেভাবে অনাদিও বটে। এইগুলিকে পর্যবেক্ষণের আকারে কেবল নবীগণই (আলায়হেস সালাম) দেখাইয়া থাকেন।**

**বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)**

**প্রশ্ন (৮)**

যদিও আমাদের ঈমান এই যে, নিছক শুষ্ক তওহীদ নাজাতের জননী হইতে পারে না এবং আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা হইতে পৃথক হইয়া কোন আমল মানুষকে নাজাতপ্রাপ্ত বানাইতে পারে না তবুও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য আবেদন করিতেছি যে, আব্দুল হাকিম খান যে আয়াত লিখিয়াছে ইহার অর্থ কী। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে এই আয়াত লিখিয়াছে,

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ

(সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৬৩)

(অর্থঃ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদি হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ- (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযথ) পুরস্কার-অনুবাদক)। সে এই আয়াতটিও লিখিয়াছে,

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

(সূরা আল বাকারা , আয়াত: ১১৩)

(অর্থঃ না, বরং যে-কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেই ক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে– অনুবাদক)। অতঃপর সে এই এই আয়াতও লিখিয়াছে,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا

وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(সূরা আলে ইমরান– আয়াত ৬৫)

(অর্থঃ তোমরা এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান– আমরা যেন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ ব্যতীত প্রভুস্বরূপ গ্রহণ না করে। – অনুবাদক)

**উত্তর:**

বলা বাহুল্য কুরআন শরীফে এই সকল আয়াত বর্ণনা করার অর্থ এই নহে যে, রসূলগণের উপর ঈমান আনা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইবে। বরং অর্থ এই যে, এক ও অদ্বিতীয় খোদা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইবে না। (১) আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই সম্পূর্ণ ঈমান আনা হয় যখন তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনা হয়। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশস্থল এবং কোন বস্তুর অস্তিত্ব, তাঁহার গুণাবলী অস্তিত্ব ছাড়া প্রমাণের মার্গে পৌঁছে না। এই জন্য আল্লাহতা'লার গুণাবলীর জ্ঞান ছাড়া তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। কেননা, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্‌ তা'লা কথা বলেন, তিনি গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তিনি দয়া বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন– তাঁহার এই সকল গুণাবলী তাঁহার রসূলগণের মাধ্যম ছাড়া জানা যায় না। কীভাবে এইগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? যদি এই সকল গুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয় তবে খোদা তা'লার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। এমতাবস্থায় তাঁহার উপর ঈমান আনার কী অর্থ হইবে? যে ব্যক্তি খোদার উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য খোদার গুণাবলীর উপর ঈমান আনাও জরুরী এবং এই ঈমান তাহাকে নবীগণের উপর ঈমান আনিতে বাধ্য করিবে। কেননা, উদাহরণ স্বরূপ খোদার বাক্যালাপ করা ও কথা বলা তাঁহার বাক্যালাপের প্রমাণ ছাড়া কীভাবে বুঝা যাইবে? কেবল নবীগণই প্রমাণসহ এই বাক্যালাপের উপস্থাপনকারী।

অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে দুই প্রকারের আয়াত আছে। একটি হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট, যেমন এই আয়াত-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ
وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

(সূরা আন নেসা– আয়াত: ১৫১-১৫২) । অর্থাৎ যে সকল লোক এইরূপ ঈমান আনিতে চাহে না যে, খোদার উপর আনিবে এবং তাঁহার রসূলগণের উপরও ঈমান আনিবে এবং যে খোদাকে তাঁহার রসূলগণের নিকট হইতে পৃথক করিতে চাহে এবং বলে যে, কাহারো কাহারো উপর আমরা ঈমান আনি এবং কাহারো কাহারো উপর ঈমান আনি না এবং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা রাখে, এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে কাফের এবং পাকা কাফের। আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। ইহা হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াত। আমি ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হইল দ্ব্যর্থবোধক। ইহাদের অর্থ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদিগকে এই সকল আয়াতের জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোকের হৃদয়ে মোনাফেকীর ব্যাধি

এরপর আটের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# আমি জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক ছিলাম। আমি আজকের অনুষ্ঠান শুনে প্রভাবিত হয়েছি। ঐ সমস্ত মানুষ যারা ইসলাম সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন তারা যদি এখানে এসে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনত তবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণাটাই পাল্টে যেত।

**জামার্নীর Frankenthal শহরে ৩০ শে আগস্ট,২০১৬ তারিখে মসজিদ নূরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আঃ)-এর ভাষণ শুনে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া (প্রথম ভাগ)**

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুণে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া।

* একজন বৃদ্ধ-বয়সী অতিথি বলেন, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। তিনি ত্রিশটিরও বেশি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখেন নি। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি আজকের অনুষ্ঠান শুনে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, ঐ সমস্ত মানুষ যারা ইসলাম সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন তারা যদি এখানে এসে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনত তবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণাটাই পাল্টে যেত। তিনি বলেন, তিনি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন যে, ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে খৃষ্টধর্মের শিক্ষার অনেক সাদৃশ্য আছে।

* লর্ড মেয়র তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: হুযুর আনোয়ার একজন অত্যন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত, স্নেহপরায়ণ এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। একটি জোরালো বার্তায় তিনি যে কথা বলেছেন সেটিই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত যে, আপনারা এতটা শান্তিসহ বসবাস করেন।

* বান্ডাউফ (সিডিইউ) খৃষ্টান দলের ডেপুটি চেয়ারম্যান পাল্‌য সাহেব বলেন- তিনি জামাত সম্পর্কে ১৫ বছর যাবৎ অবগত আছেন এবং অনেকের বাড়িতেও গেছেন। আজ তিনি হুযুর আনোয়ার-এর কাছে সময় যাপন করে একথা উপলব্ধি করেছেন যে, আহমদীরা এই উচচমানের নৈতিকতা তাদের খলীফার কাছ থেকে অর্জন করেছে। খলীফার বাণী শান্তিবহ ছিল। শান্তি ও ভালবাসার এই বাণী শুনে মনে হচ্ছে হুযুর আনোয়ার যেন আমার আধ্যাত্মিক সঙ্গী।

* স্থানীয় পুলিস বন্ধুরাও নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এই অনুষ্ঠান তাদেরকে শান্তিপূর্ণ মনে হয়েছে। তারা জামাত সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শোনে নি। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে তাদের কোন সমস্যা হয় নি। হুযুর আনোয়ার একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভাষণ গভীর অর্থবহ ছিল। বিশেষ করে নারীদের অধিকারের বিষয়ে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর বক্তব্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'– এটি খুবই সুন্দর ও শক্তিশালী বাণী এবং সমগ্র সমাজের জন্য হিতকর।

* একজন শিক্ষক বলেন: তিনি কেবল এটুকু দেখতে এসেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠান কিরকম হয়। তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার-এর ভাষণের একটি দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে যার উপর চিন্তা-ভাবনা করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমি এখন জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

* একজন অতিথি বলেন: তিনি জামাত আহমদীয়াকে ২৫ বছর ধরে চিনেন। এবং নিজেদের বসের পারিবারিক বন্ধু। তিনি হুযুর আনোয়ারকে একাধিক বার বন্ধুর বাড়িতে টেলিভিশনে দেখেছেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে একজন জ্যোতির্ময়ী ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছেন। খলীফা সেই বার্তাই দিয়েছেন যা আমি নিজেও মানবতার জন্য প্রার্থনা করি।

* একজন প্রতিবেশী মহিলা বলেন: তিনি কুরআন শরীফের জার্মান অনুবাদ পড়েছেন। যা কিছু হুযুর আনোয়ার আজ বলেছেন তা ঐসকল অবধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত যা বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে। যেহেতু তিনি কুরআন পড়েছেন, তাই তিনি একথার সত্যায়ন করতে পারেন যে, এই বাণী কুরআন শরীফ থেকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার-এর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ। মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে আমি মসজিদটি দেখতেও আসব।

* পাঁচজন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট একটি দল এসেছিল , তারা বলেন: হুযুর আনোয়ার একজন গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। হুযুরের বক্তব্য তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। কেবল মুসলমানদের সঙ্গে নয় বরং সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত-এই বাণী তাদের বিশেষভাবে পছন্দ হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হুযুর আনোয়ার যা কিছু বলেছেন যদি তা জগতবাসী গ্রহণ করে তবে যাবতীয় সমস্যার অবসান হবে। অন্যরাও মাথা নেড়ে তার এই কথার প্রতি সম্মতি জানান। তারা একথাও বলেন, যা কিছু হুযুর আনোয়র বলেছেন আমরা তা সত্য বলে স্বীকার করছি। তারা জামাতের সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে হতবুদ্ধি হয়েছেন। আরও একটি বিষয় দেখে তারা আশ্চর্য হয়েছে যে, মহিলাদেরকেও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সম্মান প্রদান করা হয়।

* একজন বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি ম্যানেজমেন্টে কাজ করেন, তিনি বলেন, নিজের পেশাগত কারণে ত্রুটি খোঁজার তাঁর অভ্যাস রয়েছে। আমি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দেখে বেশ প্রভাবিত হয়েছি। তিনি আশ্চর্য্য হন যে, জামাত কীভাবে এত নিখুঁতভাবে পেশাদারদের মত কার্য সম্পাদন করে। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনার সাথে তাঁর যত্ন নেওয়া হবে, এমন প্রত্যাশা তিনি করেন নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশও তার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, তিনি এই জিনিসটি দেখে হতবাক হয়েছেন যে, একটি জামাতের এত দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা হতে পারে। একথা তিনি স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। তিনি নেতাদেরকে সাধারণতও সুনজরে দেখেন না। কেননা, অধিকাংশ নেতাই নিজেদের শক্তিকে অনুচিতভাবে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু হুযুর আনোয়ার ঐ ধরণের নেতা বলে প্রতীত হয় না বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন এবং তাঁর ভাষণ শুনেও আমি প্রভাবিত হয়েছি। মহিলাদের জন্যও এখানে ব্যবস্থা ছিল। এই বিষয়টি আমার পছন্দ হয়েছে। এখন থেকে আমি জামাতের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রাখব যাতে আমি জানতে পারি যে, এরা ক্যামেরার সামনে যা কিছু বলে তাই করে কি না। হুযুর আনোয়ার অনেক সজাগ ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তা সত্বেও পৃথিবীবাসীর আর্থিক লালসার কারণে জামাত আহমদীয়ার শিক্ষাবলীকে মেনে চলা দুরূহ বিষয়।

* মি. রিক্যাপ আইডোগান নামে একজন অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমাকে খুব ভালভাবে এখানে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। হুযুর আনোয়ার-এর কথা গুলি হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত বলে মনে হয়। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। ব্যবস্থাপনা খুবই উৎকৃষ্ট মানের ছিল। এই মসজিদটি মুসলমানদের জন্য সার্থক স্থান রূপে প্রমাণিত হবে।

* একজন অতিথি ডক্টর ক্লাউস সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: হুযুর আনোয়ার একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যার থেকে শান্তি নিরাপত্তা প্রকাশ পায়। এখানে তাঁর আগমণ ফ্রাঙ্কথালের জন্য বিরাট সম্মানের কারণ। নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে শুনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। এই বিষয়টি সম্পর্কে এতকিছু জানতে পেরে আমি আনন্দিত।

*মি. গ্রোগর নামে একজন অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ার-এর থেকে একটি বিশেষ শান্তির বাতাবরণ প্রকাশ পায়। আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি সত্যি সত্যিই শান্তিতে রয়েছেন, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর দ্রুতগতির চলন আমাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, কেবল অধিকার আদায় করলেই হবে না বরং আমাদের কিছু দায়িত্বও রয়েছে।

(অবশিষ্ট পরের সংখ্যয়....)

********

# জুমআর খুতবা

**আজ থেকে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা শুরু হচ্ছে। আমাদের ইজতেমা সমূহের আসল উদ্দেশ্য জন্য যার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে যেন উন্নতি লাভ করা হয়। জ্ঞানমূলক প্রোগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা সমূহ এই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যে, আমাদের এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা জীবনের অংশে পরিণত করতে হবে। সেইসাথে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতাও হয়ে থাকে, আর তা এজন্য কেননা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার জন্য সুস্বাস্থ্য থাকাও আবশ্যক। নচেৎ না আনসারুল্লাহ্র এখন খেলাধূলার বয়স আর না ২২/২৩ বছর বয়সের পর সাধারণত মহিলারা খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহ রাখে।**

---

**আনসারুল্লাহ, লাজনা ইমাউল্লাহ এবং নাসেরাতুল আহমদীয়ার দায়িত্বাবলীর সারাংশ তাদের আহাদনামা বা অঙ্গীকার বাক্যে উল্লেখিত রয়েছে নিজেদের মজলিসে তারা যেটির পুণরাবৃত্তি করে। সেই সকল অঙ্গীকারসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে আনসার, লাজনা ও নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান উপদেশাবলী।**

---

**জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের একজন ছাত্র মরহুম মাযহার আহসান-এর সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা হাযের, যিনি ক্যান্সার থেকে আরোগ্যলাভের পর বুকে সংক্রমণের কারণে মৃত্যু বরণ করেছেন। মরহূমের সংক্ষিপ্ত গুণাবলীর উল্লেখ।**

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফার্টে বায়তুস সুবুহ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ শে সেপ্টেম্বর , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা ( ৩০ তাবুক,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ থেকে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা শুরু হচ্ছে। আমাদের ইজতেমা সমূহের আসল উদ্দেশ্য জন্য যার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে যেন উন্নতি লাভ করা হয়। জ্ঞানমূলক প্রোগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা সমূহ এই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যে, আমাদের এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা জীবনের অংশে পরিণত করতে হবে। সেইসাথে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতাও হয়ে থাকে, আর তা এজন্য কেননা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার জন্য সুস্বাস্থ্য থাকাও আবশ্যক। নচেৎ না আনসারুল্লাহ্র এখন খেলাধূলার বয়স আর না ২২/২৩ বছর বয়সের পর সাধারণত মহিলারা খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহ রাখে। অতএব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহের একটি উদ্দেশ্য এটিও হয়ে থাকে যে, সবার যেন নিজের শারিরীক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ থাকে আর কেবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরাই নয় বরং অন্যরাও যেন কমপক্ষে ভ্রমণ বা হালকা ব্যয়ামের মাধ্যমে নিজেদের দেহকে স্ফুর্তিবান রাখে। যাহোক এসব ইজতেমার আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত যোগ্যতা সমূহকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে যেন আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

আনসারুল্লাহ্র সদর সাহেব আমাকে খুতবায় আনসারদের সম্বোধন করে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। আনসারুল্লাহ্র বয়স এমন একটি বয়স যখন মানুষের চিন্তাধারা পূর্ণবিকশিত ও দৃঢ় হয়ে থাকে। আর স্বয়ং তাদের মাঝে নিজেদের দায়িত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং এসব দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। প্রথমত পরিপক্ক বয়স হওয়া আর দ্বিতীয়ত এই বয়সের লোকদের মজলিসের নাম আনসারুল্লাহ্ হওয়া প্রত্যেক সদস্যকে, প্রত্যেক চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেই দায়িত্বাবলী কী যা একজন নাসেরের পালন করা উচিত? আনসারুল্লাহ্র আহাদনামায় (অঙ্গিকার বাক্যে) এর সারাংশ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম কথা হলো মসজিলস আনসারুল্লাহ্র প্রতিটি সভ্য এবং সদস্য ইসলামের দৃঢ়তা এবং আহমদীয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে। আর ইসলামের দৃঢ়তার জন্য নিজ জ্ঞান এবং শক্তিবলে চেষ্টা করা সম্ভব নয়। ইসলাম খোদার প্রেরীত ধর্ম আর শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে কামেল তথা সম্পূর্ণ ধর্ম। কোন মানুষের এতে আর কোন দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে না বা করতে পারে না। তবে এর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য নিজের চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত যেন আমরা এই কামেল এবং সম্পূর্ণ ধর্মের অংশ হতে পারি আর খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া এটি কোনভাবেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক আহমদীর এর জন্য চেষ্টা করা উচিত আর আনসারুল্লাহ্র মানদন্ডে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। খোদার সাথে সম্পর্ক ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন না হবে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর এবং এর প্রতি মনোযোগী হও। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্বও পালন করতে হবে। আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম প্রচারের কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর সত্যিকার অর্থে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন আমরা ইসলামের প্রচার এবং তবলীগের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ্র অংশ প্রমাণ করব। অতএব এটি হলো একটি দায়িত্ব।

এছাড়া আনাসারুল্লাহ্ তাদের আহাদনামায় আরো একটি অঙ্গীকার করেছে বা অন্যভাবে এটি বলা যায় যে, তারা এই দায়িত্ব পালন এবং বহনের ওয়াদা ও ঘোষণা করেছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তারা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং এর সুরক্ষার চেষ্টা করবে। আর এই চেষ্টা কিভাবে হবে? এটি তখনই হবে যখন আনসারগণ খিলাফতের কাজ এবং প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর সাহায্যকারী হবে এবং নিজেদেরকে খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনার প্রতি মনোযোগী রাখবে। আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আমাদেরকে এমটিএ রূপী নিয়ামত দান করেছেন যা অনেক দূরে বসেও শোনা সম্ভব। অতএব আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা উচিত। একইভাবে তারা এই অঙ্গীকারও করেছেন যে, সন্তানদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। তাই সন্তানদেরও অন্যান্য তরবিয়তের পাশাপাশি এর মাধ্যমে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন যেন প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বস্ততার এই ধারা অব্যাহত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যেন ইসলামের সেবা এবং প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত থাকে, কেননা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁরই ঘোষণা অনুসারে কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ খিলাফতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হওয়ার কথা। সুতরাং এর জন্য সকল প্রকার কুরবানীর যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন সেই অঙ্গীকার পালনে যত্নবান ও সচেষ্ট হোন এবং এ সম্পর্কে সজাগ থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

অনুরূপভাবে আমি যেভাবে বলেছি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও ইজতেমা হচ্ছে আর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা তাদের সবসময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লার অনেক বড় ফযল এবং এহসান যে, তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে লাজনাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী ধর্মের ওপর বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের অধিকাংশ সুদৃঢ় এবং মজবুত বিশ্বাস রাখেন কিন্তু লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতিটি সদস্যা এবং প্রত্যেক আহমদী নারীর নিজের ব্যবহারিক অবস্থাকেও সেই মানে পৌঁছাতে হবে যা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ।

আমি যেভাবে বলেছি লাজনাদেরও একটি অঙ্গীকার রয়েছে,আর নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা এই আহাদনামা পাঠও করে থাকেন যে, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। প্রথমত ধর্ম যে কুরবানী চায় বা দাবি করে তা হলো নিজেদের সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনাকে উপেক্ষা করে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনকে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মত করুন। এক আহমদী নারীর মাঝে সত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এরপর নারীদের বিষয়ে ধর্মের যে শিক্ষা রয়েছে সেসব শিক্ষাও মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লা মহিলাদেরকে নিজেদের পবিত্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যেসব শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে পর্দাকে অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোন আহমদী মহিলার মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে সে কার্যত নিজের অঙ্গীকার পালন করছে না। সুতরাং সমাজের ভয় বা নিজের জাগতিক কামনা বাসনা যেন এক আহমদীকে ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিতে না পারে। বরং সকল আহমদী নারীকে নিজেদের ব্যবহারিক বা প্র্যাক্টিক্যাল অবস্থাকে খোদা প্রদত্ত শিক্ষা সম্মত করা উচিত।

এরপর তাদের আরেকটি অঙ্গীকার হলো সদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার। এই ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের নিজেদের যাচাই করা উচিত যে, আমরা সত্যের অকৃত্রিম স্পৃহাসহকারে এর ওপর অধিষ্ঠিত রয়েছি কিনা। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত বা সুশিক্ষারও অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকারও পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করা উচিত যে, সন্তানরা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট আছে কিনা। সন্তানের সবচেয়ে উত্তম তরবিয়তগাহ্‌ হলেন মা। তাই মায়েদের এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। যদি আমাদের সব মহিলা এই দায়িত্ব পালনকারী হয়ে যায় বরং হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বলেছেন, যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগও এমন হয় তাহলে তারা আগামী প্রজন্মের সুরক্ষার সুনিশ্চিত হবে ।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬)

তারা নিজেদের ধর্মের সুরক্ষার কারণ হবেন। খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের কারণ হবেন। অনুরূপভাবে নিজ সন্তানদের মাঝে স্বজাতি ও দেশের জন্য ত্যাগ এবং কুরবানীর প্রেরণা ও চেতনা সৃষ্টি করাও মায়েদের দায়িত্ব। আর আপনাদের আহাদনামায় এই অঙ্গীকারও আপনারা করে থাকেন। তাদের মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বানানোও মায়েদের কাজ। ভালো মন্দের পার্থক্য করার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাও মায়েদের কাজ। দেশের উন্নতির জন্য নিজ ভূমিকা পালন করা এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার দায়িত্বও মায়েদের। খিলাফতের সাথে সন্তানদের সম্পৃক্ত করা এবং এর জন্য চেষ্টা করা যেভাবে পিতাদের কাজ একইভাবে এটি মায়েদেরও দায়িত্ব। অতএব এই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মাকে সচেতন হতে হবে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে লাজনার সাথে নাসেরাতুল আহমদীয়ার ইজতেমাও হচ্ছে। নাসেরাতগণও একটি অঙ্গীকার করেন। তাদেরও নিজেদের অঙ্গীকার পালন করা উচিত। ১৪/১৫ বছরের যে বয়স, এটি সাবালক হওয়ার বয়স হয়ে থাকে এবং এই সময়ই ভালো মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর এটি নাসেরাতদের বয়সের শেষ সীমা। আর এই বয়সেই অনেক কামনা বাসনা বা জাগতিক চাহিদাও থেকে থাকে। যদি বস্তুবাদিতার প্রতি দৃষ্টি থাকে তাহলে জাগতিক কামনা বাসনা ধর্মের ওপর প্রাধান্য পায়। তাই প্রত্যেক আহমদী মেয়েকে খুবই সাবধান এবং সচেতন থাকা উচিত আর নিজেদের আহাদনামা বা অঙ্গীকারনামা বারবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যেন প্রত্যেক আহমদী মেয়ে জাগতিক কামনা বাসনার অনুসরণ করার পরিবর্তে মহান লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হয়। আর সেই মহান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাসেরাতের আহাদনামায় এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে- ধর্ম, জাতি এবং স্বদেশের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা, সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আহমদীয়া খিলাফতের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। অতএব আমাদের মেয়েরা যদি এই অঙ্গীকারকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নেয় তাহলে যেখানে তারা নিজেদের জীবনের সুরক্ষা করবে সেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষাকেও তারা নিশ্চিত করবে এবং তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করবে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকেও এই তৌফিক দিন। আর এইযে ইজতেমা হচ্ছে সেটিকে আল্লাহ্‌ তা'লা সকল অর্থে বরকতময় করুন।

ইজতেমার প্রেক্ষাপটে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমি এক প্রিয়ভাজনের যিকরে খায়ের করতে চাই যিনি সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে একটি দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে এক প্রিয়ভাজন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আর কয়েকদিন পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-এর আরেকজন অতি প্রিয় যুবক ছাত্র, যে জামেয়ার শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত করতে যাচ্ছিল কিছু দিন অসুস্থ্য থাকার পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

আমি যে যুবকের কথা বলছি তার নাম মাযহার আহসান। সে অসুস্থ্যতার কারণে শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিতে পারেনি, কিন্তু এই যুবক যেভাবে জীবন যাপন করেছে, পরীক্ষা পাস না করলেও তার মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ হওয়া সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'লা এই যুবকের মধ্যে ধর্মসেবার স্পৃহা ও উদ্যম রেখেছিলেন। নিজের নৈতিক চরিত্রকে খোদার শিক্ষা সম্মত করার জন্য এবং এর ওপর আমল করার জন্য ব্যকুলতা ছিল। এই পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু তারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে যারা নিজেদের জীবন খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে অতিবাহিত করার চেষ্টা করে আর এই ক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করে।

এই প্রিয়ভাজন সম্পর্কে জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্ররা, তার বন্ধু এবং শিক্ষকরা আমাকে লিখছেন। এক ব্যক্তি মারা গেলে তার যিকরে খায়ের করা শুধু সৌজন্যমূলক কোন বিষয় নয়। বরং আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, এই যুবক নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ব্যবহারিক আচরণের ক্ষেত্রে এক উত্তম আদর্শ ছিল। আল্লাহ্‌ তা'লা উত্তরোত্তর তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এই মরহুম পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তার দুই বোন রয়েছে। তার পিতামাতাও, বিশেষ করে তার মা ধৈর্য্য এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃত করুন এবং তাদের ধৈর্য্য শক্তি বৃদ্ধি করুন, তাদের সবাইকে নিজ পক্ষ থেকে মানসিক প্রশান্তি দিন এবং তাদের জন্য ধৈর্য্যের উপকরণ সৃষ্টি করুন।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"স্মরণ রেখ, বিপদের ক্ষতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লার ওপর ভরসা করার মত এমন আরামদায়ক ও প্রশান্তিকর আর কোন মলম নেই।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭)

অতএব সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'লার ওপরই ভরসা হওয়া উচিত। এই প্রিয়ভাজনও ধৈর্য্য এবং মনোবলের নসীহত করতে করতেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুঃখ হওয়াই একটি স্বাভাবিক বিষয়। আর পিতামাতা এবং ভাইবোনের সবচেয়ে বেশি কষ্ট এবং দুঃখ হয়। কিন্তু এই দুঃখ এবং বেদনাকে দোয়ার রূপ দিয়ে আমরা মরহুমের মর্যাদার উন্নতির সাথে সাথে নিজেদের জন্যও ধৈর্য্যের কারণ করতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমের নিকটাত্মীয়দেরও এর তৌফিক দান করুন। এখন আমি মরহুমের সংক্ষিপ্ত কিছু যিকরে খায়ের করছি।

এই যুবক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় চিকিৎসার ফলে আরোগ্যও লাভ করে কিন্তু পরবর্তীতে তার বুকে এমন কোন সংক্রমণ হয় যা ডাক্তাররা সময়মত চিহ্নিত করতে পারেনি যার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুমের বড় দাদা মিস্ত্রী নিযাম উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আর তার নানা হলেন মোহতরম চৌধুরী মুনাওয়ার আলী খান সাহেব এবং দাদা হাজী মঞ্জুর আহমদ সাহেব। উভয়ই কাদিয়ানের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন । এছাড়া এই মরহুম মূসীও ছিলেন।

তার মা বলেন, সংক্ষিপ্তভাবে বলছি কেননা দীর্ঘ কিছু আবেগঘন কথা এমনও আছে যা হয়তো বলা কঠিন হবে, কিন্তু যাহোক আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, তিনি বলেন, সে আমার জন্য পরামর্শদাতা, আমার গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং একজন শিক্ষকের মত আমার তরবিয়তকারী ছিল। আমাদের মাঝে মা ছেলের সম্পর্কের পাশাপাশি একটি ভালো বোঝাপড়া ছিল। সে আমাকে ভালোভাবে বুঝতো আর আমিও তাকে বুঝতাম। সে এটিও জানতো যে, আমার মা কিসে আনন্দিত হন আর কোন বিষয়টিকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, প্রায় সময় আমার সাথে খিলাফত ব্যবস্থা, খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামাত এবং সবচেয়ে বেশি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং তাঁর সাহাবা আর তাঁর প্রকৃত প্রেমীক মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর

কথা বলতো আর এই বিষয়গুলোই তার প্রিয় ছিল। কথার মধ্যে জাগতিক কোন কথা বার্তা আসলে বলতো যে, এগুলো বাদ দিন, এগুলোর সাথে আমাদের কিসেরই বা সম্পর্ক। তার এ বছর জলসায় আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল যে, যাওয়া কঠিন হবে তাই এমটিএ-তেই জলসা শোনা যুক্তিযুক্ত মনে করেছে,আর পরিবারের অন্যান্য লোকদেরকে বলে যে, আপনারা যান। বলে যে, আমি এখানে একা থাকব এবং ম্যানেজ করে নিব, আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। ( সে গ্লাসগো-তে ছিল, ) এভাবে অসুস্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঘরের লোকদের সে জলসায় পাঠিয়ে দেয়। নিজের সব কাজ তার নিজেরই করার অভ্যাস ছিল। তার মা বলেন, অসুস্থ্যতার সময় তার চিন্তাধারা ও স্বভাবে আরো স্থিরতা এবং নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং কখনো রাগ বা খিটখিটে মেজাজ তার মধ্যে দেখা যায়নি। আমি যেভাবে বলেছি, প্রথম রোগ ব্লাড ক্যান্সার থেকে যখন সে আরোগ্য লাভ করে তখন দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও স্কটল্যান্ড-এর আমীর সাহেবকে সে বলে যে, আমাকে জামাতী কিছু কাজ দিন, আর এর জন্য সেখানে সে নিউজ লেটার প্রকাশ করা আরম্ভ করে। আর অন্যান্য কর্মী যারা ছিল তাদের সংস্পর্শে থাকতো এবং কিভাবে কাজ করতে হয় তাদেরকে তা বলে দিত।

অনুরূপভাবে স্কটল্যান্ড-এ নাসেরাত এবং লাজনাদের ইজতেমা ছিল, সেখানে সে তাদের জন্য সার্টিফিকেট বা সংশাপত্র ডিজাইন করে দেয়। যথরীতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তক পড়তো। তার মা বলেন, ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় যখন ইনফেকশানের আক্রমণ হয়, (সম্ভবত এই দিনটিই ছিল) তখন সে আমাকে ডাকে এবং বলে, আমার কাছে এসে বসুন। এরপর বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযল সমূহকে নিজের হাতে গণনা করুন। তিনি গণনা আরম্ভ করেন। এরপর বলে যে, আরো কিছু গণনা করুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র এত কৃপারাজি রয়েছে যে, আমি গুণে তা শেষ করতে পারবো না। মাযহার তখন বলেন যে, বাস্,আমি আপনাকে এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহরাজি সবসময় স্মরণ রাখবেন আর সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। মা বলেন, তখন আমি বুঝতে পারিনি যে, মাযহার আসলে কি বলছে। কিন্তু যাহোক মানসিকভাবে সে হয়তো আমাকে প্রস্তুত করছিল।

তার মা বলেন, তবশীরের অতিথিরা যখন স্কটল্যান্ড এসেছিল তখন তাদের শেষ কাফেলার ইনচার্য ছিলেন রাজা বোরহান সাহেব। তিনি মাযহারের সাথে সাক্ষাত করেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হন যে, মাযহারের স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে ভালো ছিল। আমি বলি যে, মুরুব্বী সাহেব! মাযহারের মধ্যে জামাতী কাজ করার একটি উন্মাদনা রয়েছে। সে সবসময় পরিকল্পনা করতে থাকে যে, ভবিষ্যতে এই কাজ করব, এইভাবে কাজ করব। মুরুব্বী হলে এইভাবে কাজ করব।

২০১৫ সনের অক্টোবরে যখন তার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে তখন নিজের বোনকে সে বলে যে, আম্মাকে খুব সাবধানে জানাবে। তার কান্না আমি দেখতে পারি না।

হাসপাতালে নামায, তিলাওয়াত আর এমটিএ-তে খুতবা অবশ্যই শুনতো। অনলাইন প্রোগ্রামে নযম, ছবি ইত্যাদি সবই দেখতো। তার সহপাঠি এবং শিক্ষকদের সাথে কথা হতো। ডাক্তার এবং নার্সদের তবলীগ করতো। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তবলীগে রত ছিল। সবসময় বসে চিকিৎসা নিয়েছে। আর ডাক্তারদের পীস্ কনফারেন্স প্রসঙ্গে, জলসার প্রেক্ষাপটে এবং জামাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে সবসময় তবলীগ করতো। জলসার পর এখানে মুরুব্বীদের যে মিটিং হয় সেখানে জামেয়া পাশ করা তার ক্লাসও অংশ নেয়। সে তাদেরকে লিখিত পয়গাম দিয়েছে এবং লিখেছে যে, মিটিংয়ের পয়েন্টসগুলো আমাকেও লিখিত পাঠাবেন যেন আমি সেগুলোকে জীবনের অঙ্গীভূত করতে পারি কেননা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। তার মা বলেন, যখন সে রেযার ইন্তেকালের সংবাদ শুনেছে তখন প্রথমবার আমি তাকে এইভাবে কাঁদতে দেখেছি। এতে আমার প্রথমে কিছুটা আশঙ্কাও হয় কিন্তু যাহোক তখন তার মাথায় এই চিন্তাও ছিল যে, এই ছেলে হঠাৎ মারা গেছে যার ফলে তার পিতামাতাও এবং খলীফায়ে ওয়াক্তও অত্যন্ত শোকাভিভূত হবেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট যে, আমরা সবাই তাঁরই এবং আল্লাহ্র কাজ আল্লাহ্ করেছেন। আমাদের কাজ ছিল দোয়া করা। আল্লাহ্র কাজ হলো তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা। তিনি বলেন, মাযহার বিদায় নিতে নিতেও আমাদের সংশোধন এবং তরবিয়তের কাজ করে গেছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ঈদের দিন সকালে মাযহারের ভয়াবহ কাশি হয়। সে আমাকে চা বানিয়ে দিতে বলে এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি গিয়ে দেখি তার প্রচন্ড জ্বর ছিল। এম্বুলেন্স ডাকা হয় এবং যাওয়ার সময় সে পুনরায় বলে, আজকে ঈদের দিন তাই আপনারা ঈদ পড়তে যান। আমার সাথে হাসপাতালে আসার কোন প্রয়োজন নেই, আমি কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে ফোনে আপনাদেরকে ডেকে নেব আর আমিও সেখানে গিয়ে ফোনে ঈদের খুতবা শুনব। এই অসুস্থতার মধ্যেও সে এই বিষয়গুলোকে মনে রেখেছে।

ভোরের দিকে তার মৃত্যু হয়। মাযহারের কণ্ঠস্বর ভালো ছিল। তার বোন ফোনে ভাইয়ের আওয়াজ রেকর্ড করে রেখেছিল এবং এলার্ম দিয়ে রেখেছিল নামায বা তাহাজ্জুদের জন্য। তার বোন বলেন, যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে এবং সে শেষ শ্বাসটুকু গ্রহণ করছিল তখন তারই কণ্ঠে ফোনে আযানের ধ্বনি বেজে ওঠে যাআমাদের আরো বেশি ভাববিহ্বল করে তুলে। কিন্তু যাহোক হয়তো এতেই খোদার সন্তুষ্টি নিহিত ছিল।

তিনি অনেক ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন। তার বোন রুবা বলেন, ক্যান্সার সম্পর্কে যখন জানতে পারে তখন সে বলে যে, আমার জন্য সবকিছু সহ্য করা সম্ভব কিন্তু আমার মায়ের কান্না আমি দেখতে পারি না, তাই মাকে খুব সাবধানে জানাবে। তার নড়হব সধৎৎড়ি (বোনমেরো) করা হয় আর তার বোনেরটিই মিলে গেলে তা তাকে দেওয়া হয়। এতে ডাক্তাররাও আশ্চর্যান্বিত ছিল, প্রথমে বলা হয়েছিল যে, হবে না কিন্তু যাহোক অবশেষে মিলে যায় যার কারণে আল্লাহ্ তালা তাকে আরোগ্যও দান করেছিলেন। কিন্তু যাহোক শেষ নিয়তি হয়তো এটিই ছিল। কেমোথেরাপি নেওয়ার সময়ও সে ডাক্তারদের তবলীগ করা অব্যাহত রাখে। খোদার সত্তায় তার গভীর আস্থা ছিল আর কোন কিছুর চিন্তা ছিল না। সর্বদা এটিই বলতো যে, খোদা তা'লা কখনো আমাকে ব্যর্থ করবেন না। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লা তাকে এখান থেকে নিয়ে গেছেন, আশা করি পরকালে তার সেসব বাসনা পূর্ণ হবে । ইনশাআল্লাহ্।

ডাক্তার হাফিয সাহেব বলেন, ক্যান্সার সনাক্ত হওয়ার পর আমি মাযহারের সাথে সাক্ষাত করতে গ্লাসগো যাই এবং আমি তাকে অত্যন্ত আস্থাশীল মানুষ হিসেবে পাই। আর সেখানে তার মা বলেছে, সে সব সময় বলে, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে। মোহতরমা বেনজির রাফে সাহেবা গ্লাসগোতে বসবাস করেন। তিনি বলেন, আমি একজন শ্রীলঙ্কান। মাযহারের মা ও বোনদের সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব, তার ক্যান্সার ধরা পরার পর তাদের পরিবারে সাথে আরো ভালোভাবে পরিচয় হয়েছে। তাকে দেখার জন্য আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সে আমাদেরকে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে এবং ধৈর্য্যের সাথে তার অসুস্থতা সম্পর্কে জানায়। আর যখন সে মাঝে কিছু দিনের জন্য সে এ রোগ থেকে সুস্থ্য হয়েছিল, তখন গ্লাসগোতে একটি পাঁচ কিলোমিটার চ্যারেটি ওয়াকেও সে অংশগ্রহণ করেছিল। আর সে বলেছে যে, এটি খুব সহজ ছিল, আমি খুব সহজেই এটি সম্পন্ন করেছি। যদিও সে একটি দীর্ঘ সময় অসুস্থতায় মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছিল। ক্যামোথেরাপির নিজেই তো একটি কষ্টদায়ক প্রক্রিয়া।

হাফেয ফযলে রাব্বী সাহেব বলেন, কুরআন করীম শেখার ক্ষেত্রে সে অসম্ভব উৎসাহী ছিল, সুলোলিত কণ্ঠে ও হৃদয়গ্রাহী সুরে কুরআন তিলাওয়াত করত আর জামেয়াতে আসার পূর্বেই সে জাতীয় তালিমুল কুরআন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য পরিবারের সাথে গ্লাসগো থেকে লন্ডন আসত। তিনি বলেন, ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা সমস্যা ছিল। কেস পাশ হচ্ছিল না। এজন্য জামেয়াতে পড়া সত্ত্বেও প্রতি দুই সপ্তাহে লন্ডন থেকে গ্লাসগো যেতে হত। এরপর । তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, তোমাদের তো অনেক কষ্ট হয়, এর উত্তরে সে বলে, বড় কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছোট ছোট কষ্ট কোন কষ্ট না।

ওয়াসীম ফযল নামে জামেয়ার একজন শিক্ষক আছেন, তিনি বলেন, মাযহার আহসান অত্যন্ত সাহসী, গম্ভীর, ভদ্র এবং অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিল। স্নেহাস্পদ (মাযহার) সেই অল্প সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিল যারা তাদের দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও অধ্যবসায়ের সাথে পালন করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সে খুব যোগ্য ছিল। তিনি বলেন, আমাদের হোস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সে প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই স্নেহাস্পদের উপর অর্পন করা হচ্ছিল তখন কেউ একজন বলল, সে কি কাজটি করতে পারবে? এ কথার প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক এই স্নেহাস্পদ ছাত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়ার পর তো আমাদেরকেই মাযহারের কাছে থেকে লুকিয়ে থাকতে হয়। কেননা সে তো আমাদের চায়তে বেশি উদ্বেগ, গুরুত্ব ও অধ্যবসায়ের সাথে কাজে নিমগ্ন হয়ে যায়। এ কথার মাধ্যমেও এই প্রিয় ছাত্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যোগ্যতা ও নিঃস্বার্থ সেবা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এই শিক্ষক বলেন, কয়েক বছর পূর্বে জামেয়ার বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় এই স্নেহাস্পদ ছাত্রকে আপ্যায়ন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগীতার

শেষ দিন অনেক দর্শকের সমাগম ঘটে আর তাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। এ সময় এই স্নেহাস্পদ ছাত্র সারা রাত জেগে সমস্ত ব্যবস্থাপনামূলক কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং এক মুহূর্তে জন্যেও সে বিশ্রাম নেয় নি। পরের দিনও হাসিমুখে কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর এই স্নেহাস্পদ ছাত্র এ বিভাগ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গীন রিপোর্ট প্রস্তুত করে যা এখনও ব্যবস্থাপনার নিকট রয়েছে। এ রিপোর্টের মাধ্যমে এ বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য হচ্ছে।

হাফেয মাশহুদ সাহেব বলেন, কয়েক দিন পূর্বে যখন এই স্নেহের ছাত্রের সাথে আমার কথা হচ্ছিল তখন সে বলে, আমি যতদ্রুত সম্ভব সুস্থ্য হয়ে একজন মুবাল্লেগ হিসেবে ধর্মের সেবা করতে চাই। এছাড়াও সে বলে, বর্তমানে আমার চিকিৎসা চলছে আর আমি আমার স্থানীয় জামাতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। একইভাবে একবার এই স্নেহাস্পদ উল্লেক করে যে, সে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠেয় পাঁচ কিলোমিটার চ্যারেটি ওয়াকে অংশগ্রহণ করবে, (হুযূর আনোয়ার বলেন) যেভাবে আমি বলেছি।

মুরব্বী সিলসিলা মালেক আকরাম সাহেব সেখানে ছিলেন, তিনি লিখেন, মাযহার আহসান সাহেবের পরিবার যখন দুবাই থেকে গ্লাসগোতে স্থানান্তরিত হয় তখন এ অধম স্কটল্যান্ডে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করছিল। যেদিন এ পরিবারটি গ্লাসগোতে আসে সে দিনই মসজিদে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল যাতে এ পরিবারটিও অংশগ্রহণ করে। আমি দেখেছি, মাযহার আহসান সাহেব প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পরই সোজা রান্না ঘরে চলে যায় এবং রান্না ঘরে যারা কাজ করে তাদের সাথে সে সব কাজ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে করে। প্রথম দিন থেকে শুরু করে জামেয়াতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবসময়ই সে মসজিদ ও জামাতের খুব সেবা করেছে। সে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল যার বাহ্যিক দিকটিও পরিষ্কার আর আভ্যন্তরীণ দিকও পরিষ্কার। সে কখনো খোশগল্পেও মজে নি এবং সময়ও নষ্ট করে নি। সময়ের সঠিক ব্যবহার করার পদ্ধতি সে জানত। মুরব্বী সিলসিলা হওয়ার সুবাদে সে এই অধমের অনেক নিকটে থাকত। আমি তাকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি। সে একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও মিষ্টভাষী ছিল। প্রত্যেককে সম্মান ও মর্যাদা দিত। তার মনের আকাঙ্খা ও এই ব্যকুলতা ছিল যে, তার ওয়াফ যেন গৃহীত হয় এবং সে যেন জামেয়া আহমদীয়াতে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে মোবাল্লেগ হতে পারে এবং ধর্মের সেবা করতে পারে। আর যে দিন সে জামেয়াতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেদিন সে এত খুশি ছিল, যেন সারা দুনিয়ার নেয়ামাত সে লাভ করছে।খেলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল।

গ্লাসগোর কায়েদ আরশাদ মাহমূদ সাহেব লিখেছেন, আমি শারেজা খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ মনোনীত হই। আগে সে শারেজায় থাকত আর সেখানে মাযহার আহসানও থাকত। তিনি বলেন, শারেজা প্রতিষ্ঠার সময় সে তাকে জামাতী প্রোগ্রাম ও ইজতেমাগুলোর জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগীতা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগীতার সময় একাধিক বার অংশগ্রহন করতে দেখেছে। তিনি বলেন, শহরের বাহিরে দূরবর্তী একটি স্থানে আমরা ইজতেমার আয়োজন করতাম। কাজেই আমাদেরকে অনেক আগেই সেখানে গিয়ে ওয়াকারে আমল এবং অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হত। মরহুম অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা অগ্রগামী থাকত। সে সর্বদাই অত্যন্ত সাহসী ছিল, এ কথার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইজতেমাতে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগীতা হচ্ছিল আর বক্তৃতার যে বিষয় ছিল তা অনেক কঠিন ছিল। কেননা এ প্রতিযোগিতাটি কঠিন ছিল, বিষয়বস্তুও কঠিন ছিল আর তার প্রস্তুতিও ছিল না। মাযহার এতে অংশগ্রহণ করে এবং খোদ্দামরা তার বক্তৃতা শুনে হাসাহাসি শুরু করে। কিন্তু মাযহার আহসান সেভাবেই তার বক্তৃতা পূর্ণ করে, কোন লজ্জা বোধ করে নি। আর পরে বলেছে, এমনিতেই লাজ্জা করার মধ্যে কোন উপকার নেই। এভাবেই তো লজ্জা ভাঙ্গতে হয়। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের খোদ্দামদেরকে প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হওয়া উচিত। মানুষ হাসছে নাকি হাসছে না, এ সবের সে কোন তোয়াক্কা করে নি। সে বলেছে লজ্জা ভাঙ্গার একটিই পদ্ধতি, আর তা হল আমি যেভাবে পারি সেভাবেই যেন বলতে থাকি।

আমাদের একজন গাম্বিয়ান মুরব্বী সিলসিলা আছেন, যিনি গত বছর জামেয়া থেকে পাশ করেছেন। তার নাম আব্দুর রহমান চাও। তিনি বলেন, জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রিয় এই ভাই-এর সাথে অনেক সময় অতিবাহিত করেছি। জামেয়া পাশ করার পর আমরা হোয়াটস্ এপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতাম। তিনি বলেন, আমি সেই সব ম্যাসেজ উপস্থাপন করছি যা আমার এই প্রিয় ভাই মাযহার সাহেব আমাকে তার অসুস্থতার পর পাঠিয়েছে। সেগুলোর একটি হল, আমি এই অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি অনেক বেশি অনুগ্রহ করেছেন, এদিক থেকে আমার উচিত আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কাজেই আমি এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করাকে কষ্টকর মনে করি না। আরেকটি ম্যাসেজ হল, আমি অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করছি না বরং আমি আমার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি আর তা হল কিভাবে জামাতের সর্বোত্তম সেবা করতে পারবো।

শেখ সামার তার সহপাঠী ও বন্ধু যিনি মুরুব্বী হয়ে গেছেন বলেন, সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকতো এবং লোকদের খুশি রাখতো। মাযহার আহসান প্রতেক্যের সাথে একই রকম ব্যবহার করতো যেন শুধুমাত্র সেই তার বন্ধু। কাউকে কোন প্রকারের দুরত্ব বা পার্থক্য অনুভব করতে দিতো না। কখনো কারো সাথে ঝগড়া করে নি। সে অনেক উদার ছিলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তবলীগ করতো। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতো না। হাসপাতালে থাকাকালীনও বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো যে- এ মুসলমান, যে প্রত্যেককে তবলীগ করে। তার কারণে কেউ কোন কষ্ট পায়নি, কখনো কাউকে কোন খারাপ কথা বলেনি। অন্যদের যতটুকু সাহায্য করতে পারতো তার চেয়ে বেশী করতো। প্রত্যেক ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতো। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখত।

তার সহপাঠী সাহের মাহমুদ মুরুব্বী বলেন, এমন উন্নত ব্যক্তিত্বের সাথে সাত বছর থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলো যা খুব কমই পাওয়া যায়। অতিথিপরায়ণ এবং বিনয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, সর্বদা সুধারণার মনোভাব প্রদর্শনকারী ছিল। প্রত্যেক কাজে পবিত্র নিয়্যত রাখত। জামেয়ার শুরুর দিনগুলোতে প্রিফেক্ট ছিলো। প্রিফেক্টের কাজ হল সময়মতো লাইট বন্ধ করে ছেলেদের শোয়ার জন্য বলা, নামাযের জন্য জাগানো, রুম পরিষ্কার করার জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট করা, কখনো কোন ঝগড়া হলে সেটা থামানো ইত্যাদি। সে যখন এসব থেকে বারণ করতো ছাত্ররাও তাকে বিরক্ত করতো; তারা বলে বিরক্ত করতে আমাদের খুব আনন্দ লাগতো। সে বলে একবার সে ভুল করে বসে, সেজন্য তিনি আমাকে ধমক দেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে শুরু করেন এবং কেঁদে ফেলেন। অত্যন্ত নরম মনের মানুষ ছিলেন। কখনো আমি অসুস্থ হলে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর খারাপ থাকলে, ছুটির দিনে শুয়ে থাকলে আমার উঠার পূর্বেই আমার বিছানার পাশে নাস্তা নিয়ে আসতেন। এবং কখনো সর্দি লাগলে জিজ্ঞেস না করেই গরম পানিতে মধু মিশিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসতেন এবং আমার সাথে (হুযুরের) যেসব সাক্ষাৎ হতো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেগুলোর উল্লেখ করতো। মোটকথা প্রাণশক্তিতে ভরপুর, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, পুণ্যবান, ধর্মের প্রকৃত সৈনিক, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, পরিশ্রমী– এ সমস্ত বিশেষণ মাযহারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তার একটি গুণ এটাও ছিলো যে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করতো সেটা তার বন্ধুদের জন্যও পছন্দ করতো। খাবারের কোন জিনিস আনলে বন্ধুদের জন্যও নিয়ে আসতো। সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতো। তাকে অনর্থক ব্যয় করতে কখনো দেখিনি, যৌবনে অনেক ছেলে যেরকম করে থাকে। তার সহপাঠীরা বলে, পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলো এবং নামায এবং তাহাজ্জুদের নামাযের নিয়মিত বন্দোবস্ত করতো এবং আমাদেরও উঠাতো। তিনি রুমে একটি জায়ে নামায রেখেছিলেন আমি অনেকবার তাকে রাতে উঠে নফল নামায পড়তে দেখেছি। নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তাহব্যাপী রোযা রাখতো এবং চাঁদার দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতো। প্রত্যেক বিষয়ে শৃঙ্খলা ছিলো। নিজের সময়কে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ভাগ করে নিত। তার বিশেষত্ব ছিল জামেয়ার নিয়মিত রুটিনের বাইরেও, কুরআন করীম তিলাওয়াত, জামাতী পুস্তক অধ্যয়ন, অতঃপর পরিবেশ যেমনই হোক না কেন প্রতিদিন ব্যায়াম করা, নিয়মিত পত্রিকা পড়া এবং দুপুরে কয়েক মিনিটের জন্য আরাম করা এবং ঘুমানোর পূর্বে রীতিমতো ডায়েরী লেখা। নিয়মিত খুতবা জুমআর নোট নিতো এবং সেগুলো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতো। তারা বলে যে, খিলাফতে আহমদিয়া এবং জামাতে আহমদিয়ার নিবেদিতপ্রাণ ছিলো। এবং কখনো খেলাফত অথবা নেযামে জামাতের বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতো না। প্রত্যেক তাহরীকে লাব্বায়েক বলতো অন্যদেরও স্মরণ করাতো। তিনি নিজেকে যুগ খলীফার সৈন্য মনে করতেন এবং সত্যিকার অর্থেই ছিলেন । প্রায়ই বলতেন খিলাফতের জন্য আমি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আর এটি শুধু মৌখিক অঙ্গিকার ছিল না বরং সে তার আবেগ অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটাত। তার বন্ধুরা বর্ণনা করেন যে ক্যান্সার ধরা পড়ার পর সে আমাদেরকে এই বলে সাহস যোগায় যে, চিন্তিত হয়োনা, শুধু খোদা তা'লার সামনে অবনত হও। খোদা তা'লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা ছিল । নিজের অসুস্থতাকে নিজের উপর একটি পরীক্ষা হিসেবে মনে করেছিলেন। তিনি কারো সামনে কখনও কোন প্রকার অস্থিরতা বা কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেননি।

তাঁর এক বন্ধু মুরুব্বী শারজিল লিখেন যে,সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের এবং প্রিয় বন্ধু ছিল। সে অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিল। যত্নবান, খেলাফতের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবনকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিল। জামাতের জন্য অত্যন্ত আত্মত্যাগী ছিল। কখনও কাউকে কোন প্রকারের কষ্ট দিত না এবং ক্ষতি করত না । সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকত । কেউ তাঁকে যতই বিরক্ত করুক না কেন সে কখনও রাগান্বিত হতো না। কখনও উত্তেজিত হতো না । কখনও অযথা কথা বলত না । মন্দ কথা এড়িয়ে চলত । আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে মন্দ ভাষায় গালি গালাজ করতে দেখেনি । সর্বদা প্রত্যেক কাজ অত্যন্ত ধৈর্য্য ও উৎসাহের সাথে এবং মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে ও দায়িত্ব সহকারে পালন করত । কখনও কোন কাজকে ছোট মনে করত না । প্রত্যেককে সাহায্য করত। তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র অলসতা ছিল না । জামেয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসত । দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল । কষ্ট হওয়া সত্বেও সাহস হারায়নি। এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থতাকে সহ্য করেছে । তিনি বলেন, কখনও কারো প্রতি হাসি ঠাট্টা করেনি । লোকজনকে এর থেকে বিরত রাখত । তাঁর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলীও ছিল যা একজন মুরুব্বীর মধ্যে পাওয়া যায় । তাঁর বন্ধুরা এই কথাও বলে যে, সে মুমাহেদা (প্রথম বর্ষ) থেকেই পূর্ণ মুরুব্বী ছিল । তাকওয়ার উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখত । তিনি বলতেন যে,আমার ট্রিমারের শব্দ অত্যন্ত বেশি এজন্য আমি যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে তখন ট্রিম করিনা ।

কোন ধরনের কৃত্রিমতা ছিলনা। ভিতরে যেরকম ঠিক বাইরেও একই রকম ছিল । কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতা ছিল । কোরআনের আদেশ পালনকারী ছিল । তাঁর নোটস তো ভাল ছিলই এছাড়াও কোরআনের অনুবাদের নোটস নিয়মিত করতো এজন্য তাঁর অনুবাদও অনেক ভাল ছিল ।

আফাক নামের জামেয়ার একজন ছাত্র সে এখন মুরব্বী হয়ে গেছে। এখানে সে পাকিস্তান থেকে এসে ভর্তি হয় । প্রথমে কিছুদিন সে পাকিস্তান জামেয়ায় পড়াশোনা করে, অতঃপর তাঁর পরিবার এখানে চলে আসলে সেও এখানে চলে আসে । সে বলে, লোকজন আমার সাথে দেখা করতে আসলে মাযহারও আমার সাথে দেখা করতে আসে আর দুই মিনিট সেখানে থেকে সে চলে যায় আর যখন ফেরত আসে তখন তার হাতে বিছানাপত্র ও বালিশ ছিল । সে বলে যেহেতু তুমি এসব জিনিসপত্র নিয়ে আসনি এজন্য আমি দিয়ে দিয়েছি কেননা তোমার এসব জিনিসের প্রয়োজন পড়বে। সে বলে যে, আমাদের ক্লাস তিন মাস পূর্বে আমাদের প্রিয় এই ভাইয়ের সেবা শুশ্রুষার জন্য স্কটল্যান্ড যায় তখন তাঁকে অনেক খুশি দেখাচ্ছিল । যখন বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন সেখানে পূর্ব থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল । আর আমাদেরকে কিছু না কিছু খাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলছিল ।

যাই হোক, তিনি অত্যন্ত ভদ্র এবং ওয়াকফের রুহ ধারণকারী মানুষ ছিলেন। যদিও আল্লাহ তা'লা তাঁকে দীর্ঘায়ূ দান করেননি, ২৬ বছর বয়সেই মৃত্যু বরণ করেন; কিন্তু যখনই তবলীগের সুযোগ হয়েছে তখনই তবলীগ করেছেন । প্রকাশ্যে তবলীগ করেছেন, এমনকি শেষ মুহূর্তেও তিনি নিজের সামনে কিছু না কিছু লিখে লাগিয়ে রাখতেন যেন প্রত্যেক ডাক্টার এবং নার্স যারাই আসে তারা যেন তা পড়ে । তিনি অসুস্থ থাকাকালীন সময়েও হাসপাতাল ও বাড়ীতে তাঁর সাথে ফোনে আমার কথা হতো এবং অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে জবাব দিতেন। একবার তার মা বলছিলেন, ঔষধের প্রভাবে তার মুখে ফোস্কা পরেছিল তাই সে কথা বলতে পারত না কিন্তু যখন সে আমরা সাথে কথা বলছিল তখন সে সাবলিল ভাবে কথা বলছিল, আমি তাকে বলেছিল, তুমি বিশ্রাম নাও কিন্তু সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বলে, এখন আমার মুখের ফোস্কা আমাকে কোন কষ্ট দিচ্ছে না। আর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপাও করেছিলেন, এরপর ফোস্কা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অতএব, সে একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী আহমদী ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সর্বদা রহমত বর্ষণ করেত থাকুন, তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন। আমরা তাকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের পদতলে স্থান দান করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা যেন তার মত আরো শত-সহস্রো জীবন উৎসর্গকারীর জন্ম দেন যারা এমন সূক্ষ্মভাবে তাদের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে তার পিতামাতা ও বোনদের জন্য আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে ধৈর্য্য ও মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) খোৎবা সানিয়ার মাঝে বলেন, জুমার নামাযের পর এখনই আমি তার জানাযার নামায পড়াব। আমি নিচে যাব এবং বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে দাড়াবেন।

********

# বিজয় কেবলমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে

এই যুগ যা পশ্চাতে আগমণকারীদের যুগ, যার সঙ্গে ইসলামের বিজয় সম্পৃক্ত রয়েছে, আমরা জানি যে এই যুগে সকল বিজয় গুলি তরবারি বা বন্দুক বা তোপ ও কামানের দ্বারা হবেনা। এর জন্য সব থেকে বড় অস্ত্র দোয়া । তারপর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের হাতিয়ার যা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)– কে দেওয়া হয়েছে। আর ইসলাম এরই মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তায়ালা বিজয় লাভ করবে। এবং দোয়ার কবুলিয়াতের জন্য, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির জন্য এবং বরকত অর্জন করার জন্য নবী (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করার কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যা আমরা আয়াতে দেখেছি, এবং বিভিন্ন হাদিস থেকেও আমরা দেখেছি যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠানো ব্যতিরকে সমস্ত কিছু সম্ভব নয়। এবং হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) ও একথায় বলেছেন যে আমি যে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছি তা কেবলমাত্র দরূদ পাঠ করার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এবং ইসলামের ভবিষ্যতের বিজয়সমূহের সঙ্গেও এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাঁর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মসীহ ও মাহদী হওয়ার কারণে প্রদান করেছেন, সে কথা বর্ণনা করার জন্য তিনি একটি ইলহামের প্রসঙ্গে বলেন যে " পরের যে ইলহামটি ছিল সেটি হল, এবং তুমি ,মহম্মদ (সাঃ) এর উপর দরুদ প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরদের উপর,যিনি আদম সন্তানগণের নেতা এবং খাতামুল আম্বিয়া। (সাঃ)এটা এবিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেয় যে এই সকল মর্যাদা ও অনুকম্পা ও কৃপাবলী তাঁরই মাধ্যমে হয়েছে।এবং তাঁর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কের কারণে এই প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ , এই বিশ্ব ব্রক্ষ্মাণ্ডের সর্দারের আল্লাহ তায়ালার দরবারে কতই না সুউচ্চ মর্যাদা আর কিরূপ নৈকট্য যে তাঁর প্রেমিক খোদা তায়ালার অনুরাগভাজন হয়ে যায়।এবং তাঁর সেবককে এক জগতের অধিপতি বানানো হয়।" (অর্থাৎ জগত তার সেবকে পরিণত হয়)।"এই স্থানে আমার স্মরণে এল যে এক রাত্রিতে এই অধম এত অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ল যে প্রাণ ও হৃদয় সুরভিত হয়ে উঠল।সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তিরা ) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) এই অধমের গৃহে বয়ে নিয়ে আসছে।এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহম্মদ(সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে। এরকম আরও একটি বিচিত্র ঘটনা স্মরণে আসল, একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে(দেবালয়ে) বাগ বিতণ্ডা চলছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে।"( ধর্মকে নতুন রূপে জীবিত করার জন্য) "কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট (দেবালয়ে) নব জীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি। ( যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবীত করবে তার পরিচয় অজ্ঞাত রয়েছে )"এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত।এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নব জীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন।এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচায়তে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা। অতএব তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত। ( অর্থাৎ এর মধ্যে বিদ্যমান আছে আছে)"এবং উপরোক্ত এমন ইলহাম যা রসুলের বংশধরদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার আদেশ রয়েছে , এখানেও সেই গোপন রহস্য রয়েছে যে খোদা তায়ালার জ্যোতির যশ পৌছানোর বিষয়ে আহলে বায়ত ( রসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর)এর অপরিসীম মহান গুরুত্ব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি খোদা তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ঐসকল পবিত্র ও শুদ্ধ আত্মাদেরই উত্তরাধিকারী হয় এবং সকল জ্ঞানসমূহ ও তত্বজ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য হয়।

( বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড)

(খুতবা জুমা, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান

The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

**Vol. 1 Thursday, 3rd Nov, 2016 Issue No. 35**

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
**SUBSCRIPTION**
ANNUAL : Rs. 300/-

*একের পাতার পর.....*

আছে তাহারা অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের কোন পরোয়া না করিয়া দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের চিহ্ন এই যে, খোদা তা'লার কালামে এই সকল আয়াত বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান আছে এবং খোদা তা'লার কালাম ইহাদের দ্বারা ভরপুর। ইহাদের অর্থ খোলামেলা হইয়া থাকে। এইগুলি অমান্য করিলে অবশ্যই বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ব্যাপার দেখিয়া লও। যে সকল ব্যক্তি কেবল খোদা তা'লার উপর ঈমান আনে এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে না তাহাদিগকে খোদা তা'লার গুণাবলীর অস্বীকারকারী হইয়া পড়িতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগে ব্রহ্ম নামে একটি নূতন সম্প্রদায় আছে। তাহারা খোদা তা'লাকে মান্য করে বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তাহারা নবীগণকে অমান্য করে। তাহারা খোদা তা'লার কালামের অস্বীকারকারী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যদি খোদা তা'লা শুনেন তবে তিনি কথাও বলেন। অতএব যদি তাঁহার কথা বলা প্রমাণিত না হয় তবে শুনাও প্রমাণিত হয় না। এইভাবে এইরূপ ব্যক্তিরা খোদা তা'লার গুণাবলী অস্বীকার করিয়া নাস্তিকের ন্যায় হইয়া পড়ে। খোদা তা'লার গুণাবলী যেভাবে আদি সেভাবে অনাদিও বটে। এইগুলিকে পর্যবেক্ষণের আকারে কেবল নবীগণই (আলায়হেস সালাম) দেখাইয়া থাকেন। খোদা তা'লার গুণাবলী না থাকিলে তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান আনার জন্য নবীগণের (আলায়হেস সালাম) উপর ঈমান আনা কতখানি জরুরী। নবীগণের উপর ঈমান না আনিয়া খোদার উপর ঈমান আনা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের ইহাও একটি চিহ্ন যে, উহাদের সাক্ষ্য কেবল বিপুল সংখ্যক আয়াতের দ্বারাই নহে বরং আমলীভাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ খোদা তা'লা কালাম কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য নবীগণের কেতাবসমূহ দেখিবে তাহারা জানিতে পারিবে যেভবে খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার তাগিদ রহিয়াছে সেভাবেই তাঁহার রসূলগণের উপর ইমান আনারও তাগিদ রহিয়াছে। দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের চিহ্ন এই যে, উহাদের এইরূপ অর্থ করিলে যাহা অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের বিরোধী হয় অবশ্যই বিশৃংখলা দেখা দিবে এবং অন্যান্য বিপুল সংখ্যক আয়াতের সহিত উহাদের বিরোধ দেখা দিবে। খোদা তা'লার কালামে স্ববিরোধীতা সম্ভব নহে। এইজন্য স্বল্পসংখ্যক আয়াতকে বিপুল সংখ্যক আয়াতের অধীনস্থ করিতে হয়। আমি লিখিয়াছি যে, 'আল্লাহ্' শব্দের উপর চিন্তা-ভাবনা করিলে এই কুপ্ররোচনা দূর হইয়া যায়। কেননা, খোদা তা'লার কালামে তাঁহার নিজ বর্ণনায় 'আল্লাহ্' শব্দের এই ব্যখ্যা আছে যে, আল্লাহ্ ঐ খোদা, যিনি কেতাবসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আঁ হযরত (সা.)-কেও প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যেন ঐ সকল মর্যাদা ও সম্মানের মার্গ পাইয়া যান যাহা রসূল করীমের (সা.) অনুবর্তিতায় লোকেরা লাভ করিবে। কেননা, রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতাকারীরা যে মঞ্জিলে পৌছিতে পারে, ঐ মঞ্জিলে অন্ধরা পৌঁছিতে পারে না। ইহা খোদার অনুগ্রহ। যাহাকে চাহেন তাহার উপর এই অনুগ্রহ করেন। খোদা তা'লা 'আল্লাহ্' নামকে নিজের সকল গুণ ও কর্মের কর্তা সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় শব্দটির অর্থ করার সময় কেন এই জরুরী বিষয়টিকে বিবেচনাধীন রাখা হইবে না?

কুরআন শরীফের পূর্বে আরবের লোকেরা 'আল্লাহ্' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করিত ইহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের এই বিষয়টি অনুসরণ করা উচিত যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহ' শব্দটিকে এই অর্থসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নবী-রসূল ও কেতাবসমূহের প্রেরণকারী, যমীন ও আকাশের স্রষ্টা, অমুক অমুক গুণে গুণান্বিত এবং তিনি এক-অদ্বিতীয়। হ্যাঁ, যাহাদের নিকট খোদা তা'লার কালাম পৌঁছে নাই এবং এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী জবাবদিহী করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কখনো সম্ভব নহে যে, তাহারা এই শ্রেণী ও পদ-মর্যাদা লাভ করিবে যাহা রসূলে করীমের (সা.) অনুবর্তিতার দ্বারা লোকেরা লাভ করিবে। কেননা, রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতার দরুন অনুবর্তিতাকারীরা যে মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছিতে পারে কেবল অন্ধরা ঐ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। ইহা খোদার ফযল, যাহার উপর চাহেন করেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২,পৃষ্ঠা:১৭২-১৭৬)

# মসীহ এবং মাহদী একই সত্বার দুটি নাম, মসীহ মওউদ ধর্মীয় যুদ্ধকে রহিত করবেন

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :-

হাদীসে আছে 'লা মাহদীয়্যা ইল্লা ঈসা'। ইহা ইবনে মাজা প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে এবং হাকীম প্রণীত গ্রন্থ 'মুসতাদরেকে' আনান বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা মুহাম্মদ বিন খালিদ জুন্দী আবান বিন সালেহ হাসান বাসরী হতে, হাসান বাসরী আনাস বিন মালেক হতে এবং আনাস বিন মালেক জনাব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের অর্থ হল, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যিনি ঈসার প্রকৃতি ও চরিত্রে আগমণ করবেন, অন্য কোন কেউ মাহদী হবেন না। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবেন এবং তিনিই মাহ্দী হবেন, যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃতি, চরিত্র ও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে আগমণ করবেন অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলায় বল প্রয়োগ করবেন না ও যুদ্ধ করবেন না বরং পবিত্র আদর্শ ও ঐশী নিদর্শন দ্বারা হেদায়াতকে বিস্তার দিবেন। এবং এই হাদীসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে যা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে এই কথা রয়েছে, **'ইয়াযাউল হারবা'** অর্থাৎঐ মাহদী যার নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। তাঁর এই নির্দেশ হবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো না, বরং ধর্মকে সত্যের জ্যোতিঃ, নৈতিক মু'জিযা ও খোদার নৈকট্যের নিদর্শনাবলী দ্বারা বিস্তার দাও। সুতরাং আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি এ সময়ে খোদার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে অথবা যোদ্ধাদেরকে সমর্থন করে অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে এরূপ পরামর্শ দেয় অথবা মনে এমন ইচ্ছ আকাঙ্খা পোষণ করে সে খোদা ও রসূলের জরুরী বিধিবদ্ধ নির্দেশ-উপদেশ ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ এবং অবশ্যকরণীয় কর্তব্যসমূহের বাইরে চলে গেছে। (হাকীকাতুল মাহদী)

এখন দেখুন বর্তমানে মুসলমানদের পরিস্থিতি , এরা তার সমর্থন করছে।যদি এই যুদ্ধগুলি আল্লাহ তায়ালার আদেশানুযায়ী হত তবে আল্লাহ তায়ালা তো বলে দিয়েছেন যে وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (সুরা রোম: আয়াত:৪৮ ) এবং মোমিনদের সহায়তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আল্লাহ তায়ালার সাহায্য যখন প্রাপ্ত হচ্ছেনা তখন ভাবা দরকার। যদি যুদ্ধ করার এতই ইচ্ছা থাকে, তবে তা যেন ইসলামের নামে না করা হয়। বর্তমান যুগে মুসলমানদের অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াও এবিষয়ের উপর খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে কর্মগত সাক্ষী যে , সে মসীহ এসে গিয়েছে যার আসার কথা ছিল। **'ইয়াযাউল হারবা'** -এর অন্তর্গত ধর্মীয় যুদ্ধের যা আদেশ আছে তা রহিত হয়ে গেছে। তবে জেহাদ করতে হয়, তবে তা দলিল প্রমাণ দ্বারা কর। এখন মুসলমানদের ইসলামের নামে করা যুদ্ধগুলির ফলাফল ,যেরূপ আমি বললাম,আল্লাহ তায়ালার কর্মগত সাক্ষী অনুসারে মুসলমানদের বিপক্ষে, এবং প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি তা উপলব্ধি করছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, যদি তোমরা মোমিন হও তবে আমি অবশ্যই সাহায্য করতে থাকবো। অতএব দুটি জিনিস হতে পারে। হয় এই মুসলমানেরা মোমিন নয় নতুবা যুদ্ধের সময় ভুল এবং যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখবেন এদের মধ্যে দুটি বিষয়ই বিদ্যমান। কেননা আঁ হযরত (সাঃ) এর আদেশ অমান্য করে কেউ মোমিন কিভাবে থাকতে পারে? এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর দাবীর পর তাঁর আদেশ অমান্য করে কেউ আল্লাহ তায়ালার সহায়তা লাভের অধীকারী হতে পারেনা। অতএব এই যুগে মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারী অবশ্যই সত্যবাদী।

(খুতবা জুমা, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir